বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

ভূমি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

নির্দেশনায়

জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

সম্পাদনায়

জনাব এ টি এম নাসির মিয়া
পরিচালক (প্রশাসন), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মহঃ মনিরুজ্জামান
উপপরিচালক (জরিপ), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব আবি আবদুল্লাহ
উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব আলীম আখতার খান
উপপরিচালক (প্রশাসন), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আফজালুর রহমান
উপপরিচালক (সেটেলমেন্ট অপারেশন-০১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ ভূঁঞা
উপপ্রকল্প পরিচালক, ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

মিজ তাসলীমা বেগম
চার্জ অফিসার
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

মিজ জিনাত রেহানা
চার্জ অফিসার
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম
চার্জ অফিসার
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

সহযোগিতায়

জনাব মীর আবদুল বারী
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ
জনাব মোঃ সিরাজ মোল্লা
মিজ শামীমা নাসরিন

প্রকাশনায়

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল

জুন ২০২২ খ্রি.

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ

A1 Publications & Press, Dhaka.
a1pub.press@gmail.com

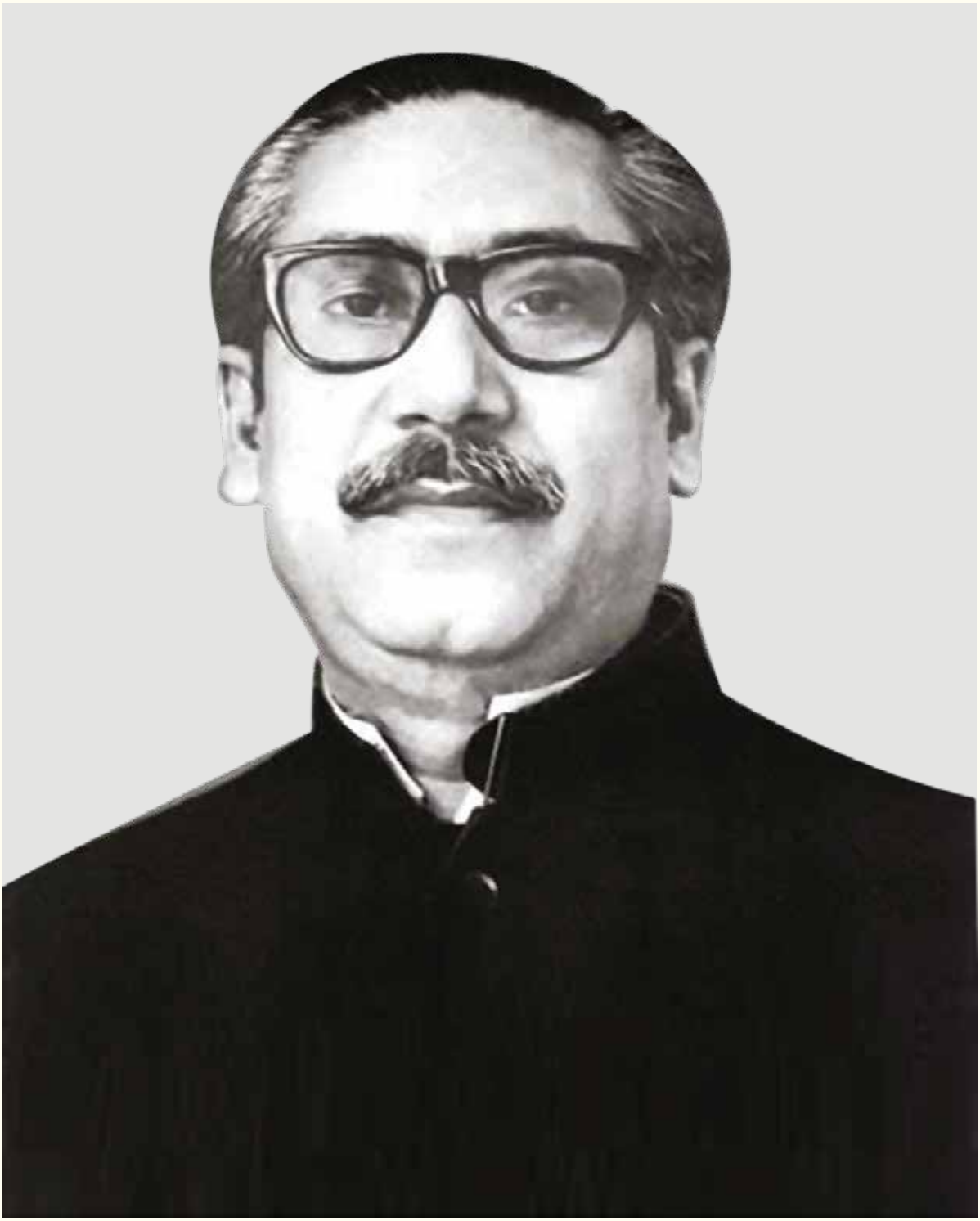

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বিগত ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জরিপ ব্যবস্থাপনাকে একটি স্থায়ী কাঠামো প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন, যা আজকে অত্যন্ত সফলতার সাথে দেশে ভূমি জরিপ ও সেটেলমেন্ট সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা এবং নাগরিকের সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় ভূমি জরিপ অপরিহার্য। এ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অংশ হিসেবে সরকার জরিপ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও ডিজিটাল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জোনাল সেটেলমেন্ট এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট-এর আওতায় বর্তমানে সারাদেশে সনাতন জরিপ কার্যক্রমের পাশাপাশি ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ভূমি জরিপ ও মানচিত্র বিষয়ে বর্তমান সরকার দুটি যুগান্তকারী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। মৌজা ও প্লটভিত্তিক ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল মৌজায় ডিজিটাল ও স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে মানচিত্র তৈরি করে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া, অল্প কিছুদিনের মধ্যে পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় 'বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে' তথা 'বিডিএস' শুরু হবে, যা পর্যায়ক্রমের দেশের সকল জেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। বিডিএস শেষ হলে ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের জন্য জরিপ সংক্রান্ত গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব পালনে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবেন - এ আমার প্রত্যাশা।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি.

সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত।

জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করতে ভূমি মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর যুগে সময়ের পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত জরিপ ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী ও ডিজিটাইজেশন করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে।

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে শুদ্ধ স্বত্বলিপি প্রণয়নে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ এ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ও এর অধীন জোনসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হবে। এ প্রতিবেদন থেকে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিগত বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজন একটি সম্যক ধারণা পাবেন। এতে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আরও জোরদার হবে বলে আমি মনে করি।

আমি এই প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মকবুল হোসেন, এম.পি.

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ২০৩০; রূপকল্প ২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক, দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর, জবাবদিহি ও গণমুখী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ই-নামজারি (ই-মিউটেশন) কার্যক্রমটির জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথম বারের মতো 'Developing Transparent and Accountable Public Institutions' (স্বচ্ছ ও জবাদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠনের বিকাশ') ক্যাটিগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'United Nations Public Service Award 2020' (জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০) অর্জন করেছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক GNSS (Global Navigation Satellite System)/ ETS (Electronic Total Station) মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বিধায় চলমান ডিজিটাল জরিপকে 'বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে' (Bangladesh Digital Survey) সংক্ষেপে BDS নামে নামকরণ করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের 'ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ও ড্রোনের মাধ্যেমে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে, নির্ভুলভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য তিন পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত সারাদেশের ৪৭০টি উপজেলার মৌজা পর্যায়ে জিওডেটিক সার্ভের মাধ্যমে ২,৬০,৩৬০টি জিও রেফারেন্স পয়েন্ট নির্ধারণ করা হবে ও ১,৩৩,১৮৮টি মৌজা ম্যাপের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে।

টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর স্বল্প সময়ে সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় তাদের সেবা পৌঁছে দিবে-এ আমার প্রত্যাশা।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে রূপকল্প অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আধুনিক ও উন্নত বিশ্বের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের প্রয়াসে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর অঙ্গীকারাবদ্ধ।

দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক স্বত্বলিপি প্রণয়নে অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পে জিওবি খাতে ১২,১৫৪.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে ৪ লক্ষ খতিয়ানের শুদ্ধ কপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সময়ে ৭ লক্ষ ১৫ হাজার খতিয়ান এবং ৩ লক্ষ ১৩ হাজার কপি ম্যাপ মুদ্রণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২০০টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়েছে এবং ২৯২০টি মৌজার স্বত্বলিপি (খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ) জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, জনগণের জন্য সেবা সহজলভ্য ও উন্মুক্তকরণের অংশ হিসেবে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আর.এস. খতিয়ান ওয়েবসাইটে আপ্লোড করে উন্মুক্ত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ - ভারত ১টি যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, এ সময়ে ১৫টি যৌথ সীমান্ত পরিদর্শন এবং ৫৪০টি বিভিন্ন ধরণের সীমান্ত পিলার মেরামত করা হয়।

২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৯৯ জন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোট ৩২টি কোর্স পরিচালিত হয় এবং মোট ৯৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করেন।

জরিপ কাজে জনগণের সম্পৃক্ততা সবচেয়ে বেশি। জরিপের প্রতিটি স্তরে জনগণ যাতে সহজে ও কম সময়ে সেবা পেতে পারে সে লক্ষ্যে নিয়মিত প্রচার, প্রচারণা ও গণসংযোগ অব্যাহত আছে।

এ বছর ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি এর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

পরিচালক (প্রশাসন)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে সমুন্নত রেখে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে একটি আধুনিক, সমৃদ্ধ ও জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সরকারের অংশ হিসেবে নিরলস কাজ করছে।

ভূমির ওপর নিজের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার মানুষের আজন্ম প্রচেষ্টা থাকে। মানুষের এ প্রচেষ্টাকে নিরাপদ ও সফল করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের এক দল উদ্যমী দক্ষ ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নির্ভুলভাবে স্বত্বলিপি প্রণয়ন করে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ এ তুলে ধরার জন্য অধিদপ্তরের কতিপয় উদ্যমী কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এছাড়া, অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন জোনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ তথ্য ও বিভিন্ন উপাত্ত দিয়ে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় পরামর্শ, উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আন্তরিক প্রচেষ্টা স্বত্ত্বেও প্রতিবেদনটিতে বানান ভুল ও শব্দ বিন্যাসে ত্রুটি থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সকলের পরামর্শ ভবিষ্যতে প্রতিবেদনটিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

পরিশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এ টি এম নাসির মিয়া

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১৫
১.১.	সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৫
১.২.	দপ্তরের ভিশন ও মিশন	১৫
১.৩.	কাজের তালিকা (Allocation of Business)	১৬
১.৪.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)	১৬
১.৫.	গণকর্মচারী সংখ্যা	১৭
১.৬.	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	১৭
১.৭.	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ই-নথি বিষয়ক কার্যক্রম	১৮
১.৮.	চলমান জরিপ কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা	১৮
১.৯.	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	১৯
১.১০.	মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)	২০
১.১১.	বিসিএস ক্যাডার ও বিজেএস কর্মকর্তাগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	২১
১.১২.	শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)	২১
১.১৩.	বাজেট	২১
১.১৪.	অডিট আপত্তি	২২
১.১৫.	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আইন শাখার কার্যক্রম	২২
১.১৬.	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	২২
২	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পদ্ধতি	২৩
	ভূমি জরিপকালে ব্যবহৃত পদ্ধতি	২৩
	নকশা প্রস্তুতের মৌলিক উপকরণ ও বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির ব্যবহার	২৪
	প্রচলিত উপকরণ	২৪
	আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি	২৮
	পরিশিষ্ট	৩০
৩	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্থিরচিত্র	৩২

১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

১.১. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে 'ভূমি রেকর্ড দপ্তর' নামে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ 'সার্ভে অব ইন্ডিয়া' এর উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সালে জরিপের কাজ ভূমি রেকর্ড দপ্তরের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং দপ্তরটিকে 'ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর' নামে অভিহিত করা হয়। এর সদর দপ্তর কোলকাতায় স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বরিশাল জেলার ব্রাউন কম্পাউন্ডে অস্থায়ীভাবে জরিপ বিভাগের অফিস স্থাপন করা হয়। আর রংপুরে স্থাপন করা হয় সেটেলমেন্ট প্রেস।

পরবর্তীতে জরিপ অফিস বরিশাল জেলা হতে ঢাকার ওয়াইজ ঘাট নবাব এস্টেটের বাড়িতে ও আরো কিছু দিন পর টিপু সুলতান রোডের (ওয়ারী) ভাড়া বাড়িতে এবং পরিদপ্তর ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হলে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) পরিদপ্তর'টি স্থানান্তর করা হয়। এর কিছুদিন পর সেটেলমেন্ট প্রেস রংপুর হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের আমলে এটি 'ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর' এ রূপান্তরিত হয় ও এর কার্যক্রমের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং অফিসের নামকরণ করা হয় 'ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভেস'।

১.২. দপ্তরের ভিশন ও মিশন

রূপকল্প (Vision)

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' অনুসরণে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করার মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত, জনবান্ধব, টেকসই এবং জনকল্যাণমুখী আধুনিক ভূমি জরিপ ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ;
- তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে ডিজিটাল ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল ভূমি নকশা ও রেকর্ড ডাটাবেইজ তৈরি করা;
- ভূমি প্রশাসনে দক্ষতা উন্নয়ন;
- স্বল্পতম সময়ে ভূমি মালিকদের অনুকূলে উন্নত নিরাপত্তা সম্বলিত ROR প্রদান;
- জরিপ, ম্যাপিং ও ভূমি উন্নয়ন করের উন্নয়ন সাধন;
- ম্যাপ ডিজিটাইজড এবং RORসহ ভূমি রেকর্ড কম্পিউটারাইজড করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদি প্রবর্তন এবং
- সমগ্র দেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত ভূমি প্রশাসন উন্নয়ন (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) কার্যক্রম প্রণয়ন করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- কার্যকর ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থাপনা;
- ভূমি জরিপ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
- কর্মপরিবেশ উন্নয়ন।

১.৩. কাজের তালিকা (Allocation of Business)

- একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমগ্র দেশ অথবা কোন জেলা অথবা জেলার কোন অংশের স্বত্বলিপি এবং মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত/সংশোধন;
- প্রত্যেক ভূমি মালিকের Records of Right (ROR) বা স্বত্বলিপি/খতিয়ান প্রণয়ন এবং মুদ্রণ;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজার স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন;
- পর্যায়ক্রমে সকল মৌজায় জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন;
- প্রতিটি উপজেলা, জেলা এবং সমগ্র দেশের ম্যাপ প্রস্তুত, মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ এবং সংশোধন;
- আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ, সীমানা স্ট্রিপ ম্যাপ প্রস্তুত এবং মুদ্রণ;
- আন্তঃজেলা এবং আন্তঃউপজেলা সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- জেলা/উপজেলা পুনর্গঠন সংক্রান্ত সরকারি প্রস্তাবে কারিগরি ও ভৌগলিক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে নিরীক্ষাকরণ;
- আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা সীমানা চিহ্নিতকরণ, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে এবং ভূমি সংস্কার কার্যক্রমে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন;
- ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিসিএস (প্রশাসন, পুলিশ) ও অন্যান্য ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাসহ বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট ট্রেনিং আয়োজন।

১.৪. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত উপসচিব পদমর্যাদার একজন পরিচালকের অধীন এ পরিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৭৫ সালে যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিদপ্তরটি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হয়। তখন থেকে মহাপরিচালকের অধীন উপসচিব পদমর্যাদার ২ জন পরিচালক- (১) পরিচালক (ভূমি রেকর্ড) ও (২) পরিচালক (জরিপ) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আরও ১টি পরিচালক (প্রশাসন) এর পদ সৃষ্টি হয় এবং মহাপরিচালক পদটি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করে পরিচালকের ৩টি পদ যুগ্মসচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়।

১৯৮৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতাউত্তর এদেশে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা ও দিয়ারা সেটেলমেন্ট, ঢাকার অধীন অস্থায়ী সেট-আপের ভিত্তিতে আর.এস. জরিপ পরিচালিত হয়। ১৯৮৪ সালের নিকার এর প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে কুমিল্লা, নোয়াখালী, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, সিলেট, রংপুর, বগুড়া ও টাঙ্গাইল এ ১০ টি স্থায়ী জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০৯টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

২০১১ সালে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনা রিভিশনাল সেটেলমেন্ট বিলুপ্ত করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, পাবনা, দিনাজপুর, পটুয়াখালী ও জামালপুর এ আরও ৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০০টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

১.৫. গণকর্মচারী সংখ্যা

ক. অফিসভিত্তিক জনবল

জনবল সংখ্যা	অফিসভিত্তিক					
	অধিদপ্তর	সেটেলমেন্ট প্রেস	দিয়ারা ও আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	জোনাল অফিসসমূহ	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	মোট
মঞ্জুরিকৃত	৩৪০	৪৬৮	১০৬	৩৫৭	৬৩৭১	৭৬৪২
কর্মরত	১৯৯	২২৯	৪৯	১৪০	১৮০২	২৪১৯
শূন্য	১৪১	২৩৯	৫৭	২১৭	৪৬৬৯	৫৩২৩

খ. শ্রেণিভিত্তিক জনবল

শ্রেণিভিত্তিক						
জনবল সংখ্যা	১ম শ্রেণি ক্যাডার পদ	১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
মঞ্জুরিকৃত	৬৫	৪২৫	৬৮৬	৪৪৮৩	১৯৮৩	৭৬৪২
কর্মরত	৩৬	১৪৮	৩৫২	১০৯২	৭৯১	২৪১৯
শূন্য	২৯	২৭৭	৩৩৪	৩৩৯১	১১৯২	৫২২৩

গ. পদোন্নতি

পদোন্নতি পূর্ব পদ	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ	সংখ্যা
সাব-সার্ভেয়ার		১৪
সার্ভেয়ার		১৩৭
কম্পিউটর		২৫
ড্রাফটসম্যান	উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	১১৪
বাউন্ডারী আমিন		৮
পেশকার		২
ট্রার্ভাস সার্ভেয়ার		৩
	মোট	৩০৩

১.৬. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০
[১.১] মৌজা জরিপকরণ	[১.১.১] মৌজা জরিপকৃত (যাঁচ পর্যন্ত)	সংখ্যা	১০০	৮০
	[১.১.২] মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতকৃত	মৌজা সংখ্যা	৬৫০	৫৪০
	[১.১.৩] স্বত্বলিপির (খতিয়ানের) শুদ্ধ কপি প্রস্তুতকৃত	সংখ্যা (লক্ষ)	৫.২৫	৪
[১.২] স্বত্বলিপি কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও মুদ্রণ	[১.২.১] খতিয়ানে কম্পিউটারে এন্ট্রিকৃত	সংখ্যা (লক্ষ)	১১.৩০	১০.৯৮
	[১.২.২] খতিয়ান মুদ্রণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৯.০০	১৩.২৪
	[১.২.৩] ম্যাপ মুদ্রণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৪.০০	৩.১৩

কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০
[১.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[১.৩.১] স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশ	মৌজা সংখ্যা	৩০০০	২২০০
	[১.৩.২] স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর	মৌজা সংখ্যা	৩৭০০	২৯৯৫
[১.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	[১.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ	সংখ্যা	৩	২
[১.৫] আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[১.৫.১] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	১৬	১২
	[১.৫.২] যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১
	[১.৫.৩] সীমানা পিলার মেরামতকৃত	সংখ্যা	৪৫০	৪৫০
২.১] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[২.১.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	৬০০	৬১০
[২.২] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	[২.২.১] কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	২৪০	১৯০
[২.৩] পরিবীক্ষণ ও তদারকি	[২.৩.১] অফিস পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	২০	৪
	[২.৩.২] পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	৮৫	৭০%

১.৭. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ই-নথি বিষয়ক কার্যক্রম

(২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ই-নথি বিষয়ক কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র, পরিশিষ্ট-১)

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর ই- নথি বিষয়ক কার্যক্রমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ডাক গৃহীত হয় - ৪৪৮১, মোট ডাক নিষ্পন্ন হয়- ৪৪৫১, মোট নোট- ১৯৪০, মোট নিষ্পন্ন নোট-১৩১১, মোট পত্রজারি আন্ত সিস্টেমে- ২০২, ইমেইল ও অন্যান্য- ৩৭১।

বড় ক্যাট্যাগরি ১৬টি অধিদপ্তরের মধ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ই-নথি কার্যক্রমে জুলাই-অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ স্থান, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯ ৫ম স্থান, জানুয়ারি ২০২০ ৬ষ্ঠ স্থান, ফেব্রুয়ারি ২০২০ ৭ম স্থান, মার্চ ২০২০ ৬ষ্ঠ স্থান, এপ্রিল ২০২০ ১০ম স্থান, মে ২০২০ ৬ষ্ঠ স্থান, জুন ২০২০ ৫ম স্থান অর্জন করে।

১.৮. চলমান জরিপ কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা

(ক) এস.এ. রেকর্ডের ভিত্তিতে পরিচালিত আর.এস. জরিপের বিবরণ

(এক নজরে সমগ্র দেশের আর.এস জরিপের অবস্থা ১৯৬৫-২০২০, পরিশিষ্ট -২)

১৯৬৫ সালে এস.এ. রেকর্ডের ভিত্তিতে আর.এস. জরিপ শুরু হয়। আর.এস. জরিপ ৬টি বৃহত্তর জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ) সার্বিক পদ্ধতিতে অস্থায়ী সেট-আপের ভিত্তিতে শুরু হয় এবং ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ২১টি মৌজা ব্যতীত ২২৯৮০ টি মৌজার আর.এস. জরিপ কাজ ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে ১ম ধাপে ১০টি এবং ২য় ধাপে ০৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০০টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

(খ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালিত আর.এস. জরিপের বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সারা দেশের ২৯২০টি মৌজার জরিপের সকল স্তরের কার্যক্রম শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১.৯. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

১. ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ

জোনাল সেটেলমেন্ট এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট এর আওতায় বর্তমানে সারা দেশে প্রচলিত জরিপের পাশাপাশি ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, চট্টগ্রামসহ ১৭টি জোনে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। নবসৃষ্ট পটুয়াখালী ও কুষ্টিয়া জোনে জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সাপেক্ষে সবগুলো জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ আরম্ভ করা হবে। বর্তমান জনবল ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা জোনের সাভার, পলাশ, সিঙ্গাইর, সাটুরিয়া, হরিরামপুর, গাজীপুর সদর, গজারিয়া উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ চলমান রয়েছে। জামালপুর, রাজশাহী, রংপুর জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও নোয়াখালী জোনের যে সকল মৌজার জরিপ হয়নি সেগুলোতে ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু হবে। অধুনালুপ্ত ১১টি ছিটমহলের ৩৪টি মৌজার জরিপের সকল স্তরের কাজ শেষে রেকর্ড ও নকশা জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

২. খতিয়ানসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড কার্যক্রম গ্রহণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সারাদেশে ৪ লক্ষ খতিয়ানের শুদ্ধ কপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সময়ে বিভিন্ন জোন হতে প্রেরিত ১০ লক্ষ খতিয়ানের তথ্য সেটেলমেন্ট প্রেসের কম্পিউটার সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে ৭ লক্ষ ১৫ হাজার টি এবং ম্যাপ মুদ্রণ করা হয়েছে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার কপি। এ সময়ে ২২০০ মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে ২৯২০টি মৌজার স্বত্বলিপি (খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ)। এ ছাড়া জনগণের জন্য সেবা সহজলভ্য ও উন্মুক্তকরণের অংশ হিসেবে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আর.এস. খতিয়ান ওয়েবসাইটে আপলোড করে উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন জোন থেকে প্রাপ্ত ২ লক্ষ ৯ শত ৮৩টি মৌজা ম্যাপ স্ক্যান করে আপলোড করা হয়েছে।

৩. অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়্যার এর ব্যবহার

অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার প্রস্তুতের কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে সফটওয়্যারে স্ট্যাটিক ম্যাপ (Static Map) সংযোগসহ খতিয়ান প্রণয়নের জন্য যে যে বিষয়/মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ডায়নামিক ম্যাপ (Dynamic Map) সংযোগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে সিস্টেমটি ঢাকা জোনে চলমান ডিজিটাল জরিপ কাজে সফলতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪. আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ

আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ-ভারত ১টি যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৫টি যৌথ সীমান্ত পরিদর্শন এবং ৫৪০টি বিভিন্ন ধরণের সীমান্ত পিলার মেরামত করা হয়।

৫. Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন

দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় দেশের ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা ও ২টি উপজেলায় Plot to Plot জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণের জন্য ৩৫১.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৬. 'ভূমি ভবন নির্মাণ' প্রকল্প

'ভূমি ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের অধীন **ভূমি ভবন** নির্মাণের কাজ সমাপ্তির দিকে রয়েছে।

৭. ভূমির শ্রেণিবিন্যাস পরিবর্তন

'Ease of Doing Businees'এর Ranking উন্নয়নের অংশ হিসেবে ভূমির শ্রেণিবিন্যাস ১১২৪টি থেকে ১৪টি'তে রূপান্তর করা হয়েছে।

১.১০. মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিসেবে মোট ৩২টি কোর্স পরিচালিত হয় এবং মোট ৯৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	কোর্স সংখ্যা	প্রতি কোর্সে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণ সময় (ঘন্টা)
১	২	৩	৪	৫ (৩x৪)	৬	৭ (৫x৬x৮)
১	দাপ্তরিক আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	৩০	৬০	৮	৩৮৪০
২	গণখাতে ক্রয় (Public Procurement) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১	২১	২১	৩	৫০৪
৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বিষয়ক অবহিতকরণ কোর্স	২	৩৯	৭৮	২	১২৪৮
৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক অবহিতকরণ কোর্স	২	৩৬	৭২	২	১১৫২
৫	ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮	২৬.৫	২১১	৭৫	১,২৬,৬০০
৬	ইটিএস প্রশিক্ষণ	৪	২৫	১০০	৪০	৩২,০০০
৭	আর্ক জিআইএস বেসিক প্রশিক্ষণ	২	২০	৪০	২০	৬,৪০০
৮	অনলাইন ল্যান্ড সার্ভে সফটওয়্যার পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪	২৬	১০৪	২০	১৬,৬৪০
৯	ই-নথি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কোর্স	১	২০	২০	২	৩২০
১০	অফিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি কর্মচারীদের শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১	৩৫	৩৫	২	৫৬০
১১	অফিস ব্যবস্থাপনা (সচিবালয় নির্দেশমালার প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১	৪০	৪০	৫	১৬০০
১২	উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১	৪০	৪০	২	৬৪০
১৩	অনলাইনে বেতন দাখিল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	৪৫	৪৫	১	৩৬০
১৪	গণখাতে উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	৪৫	৪৫	১	৩৬০
১৫	নথি শ্রেণিবিন্যাস ও বিনষ্টকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	৩৮	৩৮	১	৩০৪

১.১১. বিসিএস ক্যাডার ও বিজেএস কর্মকর্তাগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট বিষয়ক ৪টি কোর্স পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৯০ জন।

অর্থবছর	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২০১৯-২০২০	১১৯-১২২তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট কোর্স	বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) ও বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) কর্মকর্তাবৃন্দ	১৯০

১.১২. শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০২০) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পূঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০২০) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট নিষ্পত্তি	
১	২	৩	৪	৫ (২+৩+৪)	৬ (১-৫)
২১	২	১	২	৫	১৬

১.১৩. বাজেট

সম্পূরক মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবি (পরিচালন ও উন্নয়ন)

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অনুকূলে পরিচালন খাতে বরাদ্দ ছিল ১৮২.১৫ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ১৩৫১.৮৬ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে পরিচালন খাতে ১৮২.১৯ কোটি এবং উন্নয়ন খাতে ৭২.৭৫ কোটি টাকা। পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অনুকূলে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৫৪.৯৪ কোটি টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা, উপজেলাসমূহে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট

ক্রমিক নম্বর	দপ্তরের নাম	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট (লক্ষ টাকায়)
১	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর কার্যক্রম	১৮২.১৯৩১
২	উন্নয়ন কার্যক্রম	৭২.৭৫
সর্বমোট পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়		২৫৪.৯৪

১.১৪. অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নম্বর	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	মোট অডিট আপত্তি		ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৮১	০.৮৩৯৯	৮১	২৬	০.১০৯৯	৫৫	০.৭৩০০
২	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	৩১১	০.৪৩২৯	৩৩১	২৯৯	০.১২৫৬	৩২	০.৩০৭৩
	সর্বমোট	৪১২	১.২৭২৮	৪১২	৩২৫	০.২৩৫৫	৮৭	১.০৩৭৩

১.১৫. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আইন শাখার কার্যক্রম

রিট মামলা/সিভিল পিটিশন মামলা/এটি মামলা/কনটেম্পট মামলার বিবরণ

সাল	রিট পিটিশন		সিভিল পিটিশন		এটি/এএটি		কনটেম্পট	
২০১৯-২০২০	১১২		১৩		১২		৪	
	অনিষ্পন্ন	নিষ্পন্ন	অনিষ্পন্ন	নিষ্পন্ন	অনিষ্পন্ন	নিষ্পন্ন	অনিষ্পন্ন	নিষ্পন্ন
	৯৪	১৮	১৩	-	৮	৪	৪	-

১.১৬. ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১) ভূমি জরিপ কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন।

২) নিয়োগ বিধিমালা জনপ্রশাসনের অনুমোদনক্রমে প্রণয়নের মাধ্যমে সকল শূন্য পদ পূরণ করে এবং প্রশিক্ষিত করে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩) অনলাইন রিভিশনাল সেটেলমেন্ট খতিয়ান (RSK) সিস্টেম তৈরি করা।

৪) ভারতের সাথে ৪টি সেক্টরের বিদ্যমান সীমানা পিলার পুনঃনির্মাণ/ মেরামতের যৌথ কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ।

৫) সীমানা নির্ধারণ কাজে GNSS (Global Navigation Satellite System) এর ব্যবহার এবং স্ট্রিপম্যাপ হালনাগাদ করার জন্য HRSI (High Resolution Satellite Imagery) ব্যবহার করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬) তথ্য-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ যুগোপযোগী ধারণা যেমন- সুশাসন, ই-গর্ভনেন্স, গণখাতে ক্রয়নীতি, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি ও বাস্তবায়ন।

৭) আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহকরণ, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণের স্থায়ী একাডেমি নির্মাণ, ভূমি ভবন, আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং ২০টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস ভবন নির্মাণ।

৮) ভূমি রেকর্ড ও সার্ভে ব্যবস্থায় ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প খাতে ১২১৫৪.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জিওবি'র একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতি ও গজ

১২ ইঞ্চি = ১ ফুট এবং ৩ ফুট= ১ গজ
ভূমি যে পরিমাপের হোক না কেন ভূমির দের্ঘ্য ও প্রস্থে যদি ৪৮৪০ বর্গগজ হয়, তাহলে উক্ত ভূমি ১.০০ একর (এক একর) হবে।
যেমন: ভূমির দৈর্ঘ্য ২২০ গজ এবং প্রস্থ ২২ গজ সুতরাং ২২০ গজ × ২২ গজ= ৪৮৪০ বর্গগজ।

ভূমি জরিপকালে ব্যবহৃত পদ্ধতি

শিকল জরিপ

ভূমি জরিপের জন্য শিকল জরিপ সবচেয়ে সহজ। যে জায়গায় জরিপ করতে হবে তা কতগুলো ত্রিভুজে ভাগ করে নিতে হয় এবং ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য শিকল দিয়ে মাপ করা হয়। জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ত্রিভুজ অংক পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা সহজ, পুরো জায়েগাটিকে সারিসারি ত্রিভুজে ভাগ করে নিতে হয়। ত্রিভুজের কোণগুলো যেন ৬০ ডিগ্রির কম বা ১২০ ডিগ্রির বেশী না হয় তা দেখতে হবে। মাঠের মাঝামাঝি দিয়ে একটি বা দু'টি মেরুদন্ড রেখা টেনে নেয়া যায়। এই মেরুদন্ড রেখার সাথে প্রধান প্রধান ত্রিভুজগুলো আবদ্ধ থাকবে এবং এরপর বড় বড় ত্রিভুজগুলোকে আরো ছোট ছোট ত্রিভুজে বিভক্ত করতে হবে। এভাবেই শিকল জরিপ সম্পন্ন করা হয়।

কম্পাস জরিপ

কম্পাসের সাহায্যে যে জরিপ পরিচালিত হয় তার নাম কম্পাস জরিপ। এতে দুই ধরণের কম্পাস ব্যাবহার করা হয়। এ কম্পাস দু'টি হল প্রিজমেটিক কম্পাস এবং সার্ভেয়াস কম্পাস। বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন, রাস্তা, নদী এবং ধারাবাহিক রেখার নকশা প্রণয়ন কাজে প্রিজমেটিক কম্পাস ব্যাবহার করা হয়। আর বড় নদী বা সমুদ্র এলাকায় যখন বিশাল চর জেগে উঠে তখন তা খুব নরম থাকে যে তার উপর দিয়ে চলাফের করা যায় না । তখন কম্পাস জরিপের মাধ্যমে তার অবস্থান, সীমানা এবং আয়তন নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তবে এ জরিপের বর্তমানে কোন ব্যাবহার নেই বললেই চলে।

গান্টার শিকল

ভূমির পরিমাপ পদ্ধতি সঠিক এবং সহজ করার জন্য ফরাসি বিজ্ঞানী এডমন্ড গান্টা এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি ভূমি পরিমাপের জন্য ইস্পাত দ্বারা এক ধরণের শিকল আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে তার নাম অনুসারেই এ শিকলের নামকরণ করা হয় গান্টার শিকল।

আমাদের দেশে গান্টার শিকল দ্বারা জমি জরিপ অত্যন্ত জনপ্রিয়। একর, শতক এবং মাইলস্টোন বসানোর জন্য গান্টার শিকল অত্যন্ত উপযোগী। এ শিকলের দৈর্ঘ্য ২০.৩১ মিটার (প্রায়) বা ৬৬ ফুট।
গান্টার শিকল ভূমি পরিমাপের সুবিধার্থে একে ১০০ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এর প্রতিটি ভাগকে লিঙ্ক বা জরীপ বা কড়ি বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।

প্রতি এক লিঙ্ক = ৭.৯২ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ১০ চেইন × প্রস্থ ১ চেইন = ১০ বর্গ চেইন = ১ একর, গান্টার শিকলে ১০ লিঙ্ক বা ৭৯.২ ইঞ্চি পর পর নস বা ফুলি স্থাপন করা হয় (নস-ফুলি)।

২০ লিঙ্ক বা ১৫৮.৪ ইঞ্চি পর , ৩০ লিঙ্ক বা ২৩৭.৩ ইঞ্চি পর , ৪০ লিঙ্ক বা ৩১৬.৮ ইঞ্চি পর , ৫০ লিঙ্ক বা ৩৯৬.০ ইঞ্চি পর এবং ৮০ গান্টার বা ১৭৬০ গজ পর স্থাপিত হয়- মাইলস্টোন।

নকশা প্রস্তুতের মৌলিক উপকরণ ও বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির ব্যবহার

১৮৭৫ সালের সার্ভে এবং ১৯১৭ সালের (১৯৭৫ সালে সংশোধিত) টেকনিক্যাল রুলের উপর ভিত্তি করে মৌজা ভিত্তিক নকশা প্রস্তুত করা হয়। নকশা সরেজমিনের প্রতিচ্ছবি এবং ভূমি মালিকানা নির্ধারণেরও অপরিহার্য অঙ্গ অর্থাৎ নকশা ও রেকর্ড পরস্পরের পরিপূরক। ভূমির সীমানা ও মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে নকশা অপরিহার্য। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমির নকশা প্রস্তুত করার কাজে মৌলিক উপকরণ হিসাবে একটি পি-৭০ শিটসহ (যে বিশেষ কাজের উপর নকশা অংকন করা হয়) বিভিন্ন ধরণের সার্ভে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। উন্নত বিশ্বে ভূমি জরিপে আধুনিক সার্ভে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হলেও আমাদের দেশে মান্ধাতার আমলের সার্ভে যন্ত্রপাতি দ্বারা ভূমি নকশা প্রস্তুত করা হয়। তবে সুখের বিষয় বর্তমানে স্বল্প পরিসরে আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। ভূমি জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নাম ও ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হল-

প্রচলিত উপকরণ

১। পি-৭০ শিট

নকশা তৈরির মৌলিক উপকরণ হিসেবে একটি বিশেষ ধরণের মোটা গ্রাফ পেপার ব্যবহার করা হয়। এটি হালকা সবুজ রঙের ২৮″ × ২০″ সাইজের ৫৬০টি ১ বর্গ ইঞ্চি বিশিষ্ট গ্রাফ শিট । ট্রাভার্স জরিপ সম্পন্নের পর এ ধরণের সিটে ট্রাভার্স খুঁটির অবস্থান চিহ্নিত করা থাকে। এর উপর ভিত্তি করে আমিনগণ মাঠে সরেজমিন প্রতিচ্ছবি অংকন করেন। ছোট আকারের মৌজা হলে একটি শিটে একটি মৌজা আঁকা সম্ভব হয়। আবার বড় আকারের মৌজা হলে একাধিক পি-৭০ সিটে তা অংকন করতে হয়।

২। থিওডোলাইট যন্ত্র

একটি ভূমির নকশা প্রস্তুতির জন্য সরজমিনে কিছু নির্দিষ্ট পয়েন্ট চিহ্নিত করে (ট্রাভার্স পয়েন্ট) ঐ সকল পয়েন্টের স্থানাংক নির্ণয়ের জন্য এক পয়েন্ট হতে অপর পয়েন্টের কৌণিক দূরত্ব পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজের জন্য দূরবীণযুক্ত যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়, তাকে থিওডোলাইট যন্ত্র বলে। এর সাহায্যে প্রাপ্ত ট্রাভার্স পয়েন্টের স্থানাংক দ্বারা তৈরি নির্দিষ্ট স্কেলের পি-৭০ শিট (যার উপর নকশা আঁকা হয়) প্রস্তুত করা হয়। জরিপ কাজে এ যন্ত্রের কোন বিকল্প নেই।

৩। ত্রি-পায়া টেবিল

ভূমি জরিপে নকশা প্রস্তুতের জন্য বিশেষ ধরনের তিন পা বিশিষ্ট একটি অংশ এবং ৩′ হতে ২′- ৬′ পরিমাপের মধ্যস্থলে চাকতিযুক্ত টেবিল যা প্রয়োজনে ত্রি-পায়ার সাথে নাট দ্বারা আটকানো যায়, এ ধরণের টেবিলকে ত্রি-পায়া টেবিল বলা হয়। ত্রি-পায়া হওয়ার কারণে সমতল কিংবা উঁচু নিচু স্থানেও এটি সেট করা যায়। এটির উপর প্রাপ্ত পি-৭০ শিট সেট করে নকশা অংকন করা হয়।

৪। গান্টার চেইন

এটি ভূমি পরিমাপের জন্য একটি বিশেষ ধরণের চেইন। এর মোট দৈর্ঘ্য ৬৬ ফুট । এ ৬৬ ফুটকে ১০০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগকে ১ লিংক বলা হয়। প্রতি ১০ লিংক পর পর চিহ্ন দেয়া আছে। এ চিহ্নকে 'ফুলী' বলা হয়। এ ফুলীগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে 'ফুলী' দেখে কত লিংক তা সহজে বলা যায়। সে হিসাবে ১ ফুট = ১.৫১৫ লিংক হয়। মি. গান্টার নামের এক ব্যক্তি এ চেইন উদ্ভাবন করায় তার নাম অনুসারে এ চেইনের নামকরণ করা হয়েছে গান্টার চেইন।

৫। চেইন পিন

নকশা প্রস্তুতের সময় গান্টার চেইনের সাথে এ পিন ব্যাবহার করা হয়। প্রত্যেক চেইন এর শেষে একটি করে পিন পোতা হয়। এক সেটে মোট ১০ টি পিন থাকে। প্রতিটি পিন আনুমানিক দেড় ফুট এবং মাথায় হতে ধরার সুবিধার্থে গোলাকার করা থাকে। পিনের অগ্রভাগ সুঁচালো থাকে যাতে সহজে মাটিতে প্রবেশ করানো যায়। চেইনের হিসাব ঠিক রাখার জন্য বা গণনার জন্য এ পিন ব্যবহার করা হয়।

৬। মেটাল স্কেল

ভূমির নকশা একটি আনুপাতিক পরিমাপে করা হয়ে থাকে। যেমন: ১৬″= ১ মাইল, ৩২″ = ১ মাইল, ৬৪″ = ১ মাইল, ৮০″= ১ মাইল ইত্যাদি। সরেজমিনে পরিমাপকে পরিবর্তন (সংকোচন) করে একটি নির্দিষ্ট স্কেলে নকশা তৈরি করতে পিতলের তৈরি যে স্কেল ব্যবহার করা হয় তাকে মেটাল স্কেল বলে। মেটাল স্কেল সাধারণত ১৬″ = ১ মাইল স্কেল নির্মিত হয়ে থাকে।

৭। অপটিক্যাল স্কয়ার

এটি একটি পিতলের তৈরি ত্রি-কোণাকৃতি মাঝখানে হাতলযুক্ত যন্ত্র । এর ভিতরে দু'পাশে দুটি আয়না লাগানো থাকে। সিকমি লাইনের উভয় দিকে দু'টি পতাকা পোঁতা থাকে। অফসেট এবং সামনের কিংবা পিছনের পতাকা এক লাইনে দেখার জন্য এ আয়নার উপরের দিকে দুটি ফাঁক থাকে। চেইন চালানের সময় ডানে কিংবা বায়ের অফসেটের উপর লগি ধরে এ যন্ত্রটিকে নাক বরাবর ধরে সামনে-পিছনে হেঁটে যখন এমন একটি বিন্দু পাওয়া যায় যার মধ্য দিয়ে অফসেটের লগি এবং পতাকা একই লাইনে দেখা যায়। এখন এ চেইন লাইন এবং অফসেটের ৯০ ডিগ্রী কোণ করে দূরত্ব লগি দ্বারা পরিমাপ করে আনুপাতিকভাবে নকশায় স্থাপন করে নকশা অংকন করা হয়। এ যন্ত্রটিকে অপটিক্যাল স্কয়ার বলে।

৮। গুণিয়া

সিকমি লাইন দ্বারা চেইন চালানোর সময় ডানে কিংবা বামে যে সকল অফসেট (আইলের কোনা, বাঁক ইত্যাদি) থাকে তা হতে প্রাপ্ত দূরত্ব নকশায় আঁকতে হলে ২ ইঞ্চি লম্বা একটি ছোট স্কেল যাতে ৯০ ডিগ্রী কোণ করে দাগ কাটা থাকে, যা নকশায় বসিয়ে অফসেটের অবস্থান নির্ণয় করে নকশা অংকন করা হয়। এ ছোট স্কেলটিকে গুণিয়া বলা হয়। এটি প্লাস্টিকের তৈরি এবং ১৬″ = ১ মাইল স্কেলে এটি তৈরি করা হয়।

Gunia Scale

৯। লগি

চেইন লাইন হতে অফসেটের দূরত্ব সহজে পরিমাপ করতে যে চিকন বাঁশের তৈরি খুঁটি ব্যবহার করা হয় তাকে 'লগি' বলা হয়। এটি সাধারণত ২০ লিংক বা ১৩.২ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। ৫ লিংক পর পর বিশেষ চিহ্ন করা হয়।

১০। ডিভাইডার

ডিভাইডারের মধ্যে একটি সাধারণ কম্পাস ও একটি পেন্সিল কম্পাস থাকে এবং আরো অন্যান্য স্কেল থাকে। সাধারণ কম্পাসটিই আসলে একটি ডিভাইডার। এটি দ্বারা মেটাল স্কেলে ও গুণিয়ায় চেইনের সংকুচিত দূরত্ব পরিমাপ করে নকশা অংকনের কাজে ব্যবহার করা হয়। আবার দাগের এরিয়া নির্ণয়ের কাজে একর কম্ব ব্যবহার করা হয়।

১১। একর কম্ব

নকশা হতে কোন দাগের ভূমির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ১৬″ = ১ মাইল স্কেলের হিসাবে ১ চেইন দূরত্বে সুতা সেট করা পিতলের তৈরি একটি যন্ত্র। এটিতে মোট ২৫ টি ভাগে সুতা বাঁধা থাকে। এতে ৩ (তিন) একর পর্যন্ত পরিমাপ করার জন্য স্কেল থাকে। এটি প্রায় ৪″ থেকে ৬″ পরিমাপের হয়ে থাকে । মধ্যস্থলে ফাঁকা জায়গায় সুতা দ্বারা ভাগ করা থাকে। দেখতে চিরুণির মত দেখায় বিধায় এ যন্ত্রটিকে একর কম্ব বলা হয়।

১২। ফ্লাট রুলার

সাধারনত গুণিয়ার চেয়ে লম্বা লাইন এক বিন্দু হতে অপর বিন্দু পর্যন্ত সমান্তরাল রেখা অংকনের জন্য কাঠের বা প্লাস্টিকের যে স্কেল ব্যবহার করা হয়, তাকে ফ্লাট রুলার বলে । এটি সাধারণত ১২″ দীর্ঘ হয়ে থাকে।

১৩। নর্থ কম্পাস

উত্তর ও দক্ষিণ দিক নির্ণয়ের জন্য নর্থ কম্পাস ব্যবহার করা হয় । সাধারণত যে সকল এলাকায় দিক নির্ণয়ের সমস্যা দেখা দেয় যেমন- বিশাল চরভূমি, পাহাড়িয়া এলাকা ইত্যাদি স্থানে আমিনগণ এটি ব্যবহার করে থাকেন।

১৪। স্প্রিট লেভেল

নকশা অংকনের সময় যে স্থানে পেন টেবিল স্থাপন করা হয় তা অনেক সময় অসমতল থাকে। এক্ষেত্রে ত্রি-পায়া আগে-পিছে করে টেবিল সেট করা হয় । টেবিল সমতলভাবে সেট হয়েছে কি না তা পরীক্ষার জন্য স্প্রিট লেভেল ব্যবহার করা হয়। এটি একটি সমতল কাঠের বা পিতলের ছোট বাক্সের মতো যন্ত্র। এর মধ্যে লম্বা কাচের একটি টিউব থাকে। এর মধ্যে স্প্রিট নামক তরল পদার্থ দেয়া থাকে এবং একটি বাতাসের বুদবুদ থাকে। এর মাঝামাঝি দাগ কাটা আছে। যখন টেবিলের উপর এটি রাখা হয় এবং বুদবুদ যদি ঠিক মাঝখানে অবস্থান করে তখন বুঝতে হবে টেবিলটির লেভেল সঠিকভাবে করা হয়েছে।

১৫। টিন চুংগা

সিটের পরিমাপে টিনের তৈরি বিভিন্ন ব্যাসার্ধের চুংগা যার মধ্যে নকশা রাখা হয়। সাধারণত আমিন সাহেব মাঠে যে চুংগা ব্যবহার করেন তা সিঙ্গেল সিট রাখার চুংগা। আবার যখন একাধিক সিট বহন করার প্রয়োজন হয় তখন বড় ব্যাসার্ধের টিন চুংগা ব্যবহার করা হয়।

১৬। সাইট-ভ্যান

নকশা প্রস্তুতের প্রয়োজনে মাঠে ট্রাভার্স স্টেশন হিসেবে বাঁশের খুঁটি স্থাপন করা হয়। জরিপ কাজের সময় অজ্ঞতাবশতঃ গ্রামের মানুষ কখনো কখনো খুঁটি তুলে ফেলে। এই সকল নির্দিষ্ট খুঁটি খুঁজে বের করা, নতুন কোন স্টেশন তৈরি করা ইত্যাদি কাজের জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়, তাকে সাইট-ভ্যান বলে। জরিপ বিভাগের হলকা অফিসার, কারিগরি উপদেষ্টা থেকে উপরের কর্মকর্তাগণ এটি ব্যবহার করে থাকেন। সার্ভেয়ার বা সরদার আমিনদের সাইট-ভ্যান ব্যবহার করার অনুমতি নেই।

১৭। প্যান্টাগ্রাফ

যে যন্ত্রের সাহায্যে নকশা বিভিন্ন স্কেলে সংকোচন কিংবা প্রসারিত করে প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে প্যান্টাগ্রাফ বলা হয়। তবে এ যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে নকশা প্রস্তুত করা যায় না। বর্তমানে স্ক্যানার এর সাহায্যে কম্পিউটারে কপি করে প্লটারের মাধ্যমে যে কোন স্কেলে নিখুঁতভাবে নকশা প্যান্টাগ্রাফ করা যায়।

১৮। ক্লিনোমিটার

সাধারণত পাহাড়িয়া এলাকায় পাহাড়-পর্বতের উচ্চতা পরিমাপ করারর জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাকে ক্লিনোমিটার বলা হয়।

১৯। ডিস্টোমেট

নদী এবং পাহাড় পর্বতের অবস্থান থেকে অন্য স্থানের দূরত্ব চেইন দ্বারা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় না। এ সকল স্থানে যে যন্ত্রের সাহায্যে বিনা চেইনে একস্থান হতে অন্য স্থানের দূরত্ব পরিমাপ করা হয় তাকে ডিস্টোমেট বলা হয়। এ যন্ত্র দ্বারা কৌণিক ও রৈখিক দূরত্ব পরিমাপ করা যায়। বর্তমানে টোটাল স্টেশন দ্বারা এরূপ সকল কার্য সমাধান করা যায়।

আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি

১। জিপিএস মেশিন

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে একক জিওডেটিক সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজস্ব ভৌগলিক এলাকার ভিত্তিতে জিওডেটিক সিস্টেম অনুসারে স্থানাংক নির্ধারণ করতো। একে লোকাল কো-অর্ডিনেটর সিস্টেম বলা হয়। কিন্তু একক জিওডেটিক সিস্টেমে কাজ করতে গিয়ে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যার মাধ্যমে ৬টি অরবিটে পৃথিবীকে বেষ্টন করে ঘূর্ণায়মান ২৪টি স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ তাতে ডেটা কালেকশন করে ঐ বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এই যন্ত্রটিকে জিপিএস মেশিন বলা হয়। জিপিএস অর্থ গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম।

২। ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন

টোটাল স্টেশন এক ধরণের থিওডোলাইট যন্ত্র। পূর্বের থিওডোলাইট দ্বারা কোন বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব ও তারা পর্যবেক্ষণ করা হতো এবং চেইনের দ্বারা নির্ণীত দূরত্ব কম্পুটেশন করে কোন বিন্দুর স্থানাংক নির্ণয় করা হতো। কিন্তু এই যন্ত্রটি দ্বারা ট্রাভার্স জরিপ করা হলে আলাদাভাবে কোন কম্পুটেশন করার প্রয়োজন হয় না। এটি নিজেই তা নির্ণয় করে দেয় । একইভাবে এটি দ্বারা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপের জন্য ডেটা কালেকশনও করা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন ব্রান্ডের ও মডেলের ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন পাওয়া যায়।

৩। ডেটা রেকর্ডার

এটি টোটাল স্টেশন দ্বারা সংগৃহীত সার্ভে ডেটা রেকর্ড বা সংরক্ষণ করে। পরে এটি হতে কম্পিউটারে ডেটা ট্রান্সফার করে নেওয়া হয় । তবে বর্তমানে আরও উন্নত টোটাল স্টেশন যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে যাতে আলাদাভাবে সার্ভে ডেটা রেকর্ডারের প্রয়োজন হয় না।

৪। ওয়ার্ক স্টেশন (কম্পিউটার)

বিশেষ ধরণের কম্পিউটার যার মাধ্যমে সংগৃহীত ডেটা নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রসেস করে নকশার আকার দেয়া হয়।

৫। প্লটার

নক্সা প্রিন্ট করার জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তাকে প্লটার বলা হয়। আসলে এটি একটি বড় সাইজের প্রিন্টার। যার সাহায্যে ম্যাপ কিংবা তার চেয়েও বড় আকারের প্রিন্ট করা সম্ভব।

পরিশিষ্ট-১

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ই-নথি কার্যক্রম রিপোর্ট (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	মাসের নাম	অফিসের অবস্থান	ডাক					নথি								পত্র জারিতে নিষ্পন্ন নোট			
			পূর্বের অনিষ্পন্ন	গৃহীত	মোট ডাক	নিষ্পন্ন	এ মাসে অনিষ্পন্ন	পূর্বের অনিষ্পন্ন	স্ব-উদ্যোগে সৃজিত নোট	স্ব-উদ্যোগে নিষ্পন্ন	ডাক থেকে সৃজিত নোট	ডাক থেকে নিষ্পন্ন	মোট নোট	নোটে নিষ্পন্ন	এ মাসে অনিষ্পন্ন	আন্তঃ সিস্টেম	ইমেইল ও অন্যান্য	মোট	পত্র জারির সংখ্যা
১	২	৩	৫	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	জুলাই/১৯ খ্রি.	৬ষ্ঠ	০	১৬৬৩	১৬৬৩	১৫৭২	৯১		২৪৮	০	৩৯৪	০	৬৪২	৪২০	২২২	৭৪	১০৩	১৭৭	১৮৭
২	আগষ্ট/১৯ খ্রি.	৬ষ্ঠ	৯১	১১৮০	১২৭১	১৩৬৫	-৯৪	২২২	২১৯	০	৩৫৬	০	৫৭৫	৩৯৬	১৭৯	৫৫	১১৫	১৭০	১৮৩
৩	সেপ্টেম্বর/১৯ খ্রি.	৬ষ্ঠ	০	১৪৫৬	১৪৫৬	১৫১৪	-৫৮	১৭৯	২৯১	০	৪৩২	০	৭২৩	৪৯৫	২২৮	৭৩	১৫৩	২২৬	২৩১
৪	অক্টোবর/২০১৯ খ্রি.	৬ষ্ঠ	-৫৮	১৬৯৭	১৬৩৯	১৫৯০	১০৭	২২৮	২৪৬	০	৪৭৩	০	৭১৯	৫০৫	২১৪	১০৪	১০৭	২১১	২১৮
৫	নভেম্বর/২০১৯ খ্রি.	৫ম	১০৭	১৪৩৪	১৫৪১	১২৯৭	১৩৭	২১৪	২০৫	০	৩০৯	০	৫১৪	৩৬৬	১৪৮	৮৬	৭৩	১৫৯	১৬৪
৬	ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রি.	৫ম	১৩৭	১৬০২	১৭৩৯	১৩৯৩	২০৯	১৪৮	১৯৭	০	২৯৩	০	৪৯০	৩১০	১৮০	৭৩	৯৬	১৬৯	১৭৪
৭	জানুয়ারি/২০২০ খ্রি.	৬ষ্ঠ	২০৯	১৬০৭	১৮১৬	১৫২৩	৮৪	১৮০	১০৮	০	১৯৬	০	৩০৪	১৯৮	১০৬	৩৭	৫১	৮৮	৯১
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রি.	৭ম	৮৪	১৪৪৯	১৫৩৩	১৪৬৭	-১৮	১০৬	১১৫	০	১৯২	০	৩০৭	২২৩	৮৪	৩৮	৫২	৯০	৯০
৯	মার্চ/২০২০ খ্রি.	৬ষ্ঠ	-১৮	১০৫২	১০৩৪	১২৫৫	-২০৩	৮৪	৮০	০	১৪৯	০	২২৯	১৬৫	৬৪	২৭	৪৭	৭৪	৭৫
১০	এপ্রিল/২০২০ খ্রি.	১০ম	-২০৩	১৬	-১৮৭	৩৪	-১৮	৬৪	৪	০	২	৪	৬	০	৬	০	০	৩	৩
১১	মে/২০২০ খ্রি.	৬ষ্ঠ	-১৮	২২৩	২০৫	১৭৭	৪৬	৬	৭	৫	১৭	১৫	২৪	০	২৪	৫	০	৫	৫
১২	জুন/২০২০ খ্রি.	৫ম	৪৬	৯২১	৯৬৭	৯৬৩	-৪২	২৪	৮১	১৩	২০৯	১৪০	২৯০	০		২৭	৩৭	৪৬	৬৯
মোট			৯১	৪২৯৯	৪৩৯০	৪৪৫১	-৬১	৪০১	৭৫৮	৫	১১৮২	১৫	১৯৪০	১৩১১	৬২৯	২০২	৩৭১	৫৭৩	৬০১

পরিশিষ্ট-২

এক নজরে সমগ্র দেশের আর.এস. জরিপের অবস্থা (১৯৬৫-২০২০)

ক্রমিক	জোন	মোট মৌজা সংখ্যা	সমাপ্ত মৌজা সংখ্যা	অসমাপ্ত মৌজা সংখ্যা	মন্তব্য
দেশব্যাপী স্থায়ী কাঠামোর আওতায় চলমান (১৯৮৫ সাল হতে) আর.এস.					
১	টাঙ্গাইল	১৯৯৬	১৬১৬		চলমান
২	ফরিদপুর	৩২৯০	২৬০৮		চলমান
৩	খুলনা	২৪৫১	১৫৬৪		চলমান
৪	কুমিল্লা	৪৬৮২	৪৫০৭		চলমান
৫	যশোর	৩২৫০	২৮৭৮		চলমান
৬	বগুড়া	২৪৮৯	১৭৬১		চলমান
৭	নোয়াখালী	১৮৯৯	১৪০৬		চলমান
৮	রংপুর	৩৬৭৬	১৯৯৬		চলমান
৯	সিলেট	৫৪৫৭	২৭৮০		চলমান
১০	বরিশাল	১৭২৫	৮৭৬		চলমান
১১	দিনাজপুর	৩১১০	৫১		চলমান
সার্কিট ব্যবস্থায় পরিচালিত আর.এস. (১৯৬৫ হতে চলমান)					
১২	রাজশাহী	৬৩৪৩	৬৩৪৩	-	সার্কিট জরিপে সমাপ্ত
১৩	ঢাকা	৫২৬২	৫২৬২	-	সার্কিট জরিপে সমাপ্ত
১৪	চট্টগ্রাম	১২৪৫	১২৪৫	-	সার্কিট জরিপে সমাপ্ত
১৫	কুষ্টিয়া	১২৭২	১২৭২	-	সার্কিট জরিপে সমাপ্ত
১৬	পাবনা	২৭৮১	২৭৮১	-	সার্কিট জরিপে সমাপ্ত
১৭	ময়মনসিংহ	৪৭৫৮	৪৭৩৭	২১	ভালুকার ২১টি মৌজা নিয়ে বনবিভাগের আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন
১৮	জামালপুর	১৩০০	১৩০০		বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধীন সার্কিট জরিপে সমাপ্ত
১৯	পটুয়াখালী [প্রকল্পের অধীন আর.এস. জরিপের কর্মসূচি রয়েছে]	৮২৬		৮২৬	আর.এস. জরিপ হয়নি
আংশিক/সীমিত জরিপ [পটুয়াখালী ব্যতীত ২য় আর.এস.]					
০১	পটুয়াখালী আমতলী উপজেলা [১ম আর.এস.]	৮২৬	১৪		এক্সেস টু ল্যান্ড প্রকল্পের অধীন সারাদেশের ৩ জোনের ৩টি উপজেলা কর্মসূচিভুক্ত করা হয়
০২	জামালপুর [জামালপুর সদর]	১৩০০	৩৫		
০৩	রাজশাহী [মোহনপুর উপজেলা]	৬৩৪৩	১২		
০৪	চট্টগ্রাম	১২৪৫			বর্তমানে স্থগিত
০৫	ঢাকা	৫২২৬			সাভার, গাজীপুর ও নরসিংদি

৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

ভূমি সেবা সপ্তাহ শুভ উদ্বোধন করেন জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি., মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়; জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

ডাকযোগে ভূমি সেবা, ভূমি সেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমি সেবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি.।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বিজেএস কর্মকর্তাগণের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য নির্মিত তোরণ।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বিজেএস কর্মকর্তাগণের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে মহাপরিচালক মহোদয়ের অবস্থানের জন্য নির্মিত তাঁবু।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বিজেএস কর্মকর্তাগণের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিচালকবৃন্দ ও প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য নির্মিত তাঁবু।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বিজেএস কর্মকর্তাগণের ১২৭তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বিজেএস কর্মকর্তাগণের ১২৭তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বিজেএস কর্মকর্তাগণের ১২৮তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ করছেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, পরিচালক (ভূমি রেকর্ড)।

পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব এ টি এম নাসির মিয়া, পরিচালক (প্রশাসন), জনাব মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের, পরিচালক (জরিপ)।

পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ প্রদান করেন প্রধান অতিথি ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।

প্রশাসনে সুশাসন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপনান্তে সনদ বিতরণ করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং উপস্থিত ছিলেন জনাব আবি আবদুল্লাহ, উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইন্ডিয়া পর্যায়ে সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত চতুর্থ যৌথ সম্মেলনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ভারতের পক্ষে Surveyor General of India, Mr. Naveen Tomar

বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরের নীলফামারী-কুচবিহার (ভারত) জেলা সীমান্তে উভয় দেশের মহাপরিচালক/ পরিচালক যৌথ পরিদর্শনের লক্ষ্যে বাংলাবান্ধা ফুলবাড়ী চেক পোস্টে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে ভারতীয় প্রতিনিধি দল কর্তৃক অভ্যর্থনা প্রদান।

বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরে লালমনিরহাট জেলা সীমান্তে তিন বিঘা করিডোরে উভয় দেশের মহাপরিচালক/ পরিচালক পর্যায়ে পরিদর্শন।

বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরের নীলফামারী-কুচবিহার (ভারত) জেলা সীমান্তে উভয় দেশের মহাপরিচালক/ পরিচালক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার পরিদর্শন।

বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টর এর মৌলভীবাজার-খোয়াই (ভারত) সীমান্তে উভয় দেশের মহাপরিচালক/ পরিচালক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার পরিদর্শন।

বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টর এর মৌলভীবাজার-খোয়াই (ভারত) সীমান্তে উভয় দেশের মহাপরিচালক/ পরিচালক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যৌথ মাঠ পরিদর্শনের কার্যবিবরণী বিনিময়।

জাতির পিতার দেখানো পথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে
ভূমি জরিপে আমরা এখন বিশ্বের সর্বশেষ প্রযুক্তির সাথে

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
www.dlrs.gov.bd